"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি তোমাদের 'আবার' রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা বানাই, এই 'আবার' শব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ চক্র মিশে আছে"

*প্রশ্নঃ - বাবাও যেমন প্রবল, তেমন মায়াও? এই দুইয়ের প্রবলতা কি?

*উত্তরঃ - বাবা তোমাদের পতিত থেকে পাবন বানায়, এই পাবন বানানোতে বাবা প্রবল, তাই বাবাকে পতিত পাবন, সর্বশক্তিমান বলা হয় । মায়া আবার পতিত বানানোতে প্রবল। প্রকৃত উপার্জনে এমনভাবে গ্রহের দোষ লেগে যায় যে, লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়ে যায়, বিকারের কারণে মায়া সর্বনাশ করে দেয়, তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, দেহী - অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো ।

*গীতঃ- আমাকে ওই পথে চলতে হবে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ পথে চলতে হবে ? অবশ্যই পথ বানানোর জন্য কেউ থাকবেন। মানুষ ভুল পথে চলে, তাই তো দুঃখী হয়ে যায় । এখন মানুষ কতো দুঃখী, কেননা তাঁর মতে চলে না । যখন থেকে উল্টো মত দানকারী রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে, তখন থেকে সবাই উল্টো মতে চলে এসেছে । বাবা বোঝান যে, তোমরা এই সময় রাবণের মতে চলছো, তাই এখন প্রত্যেকের এমন দুর্দশা হয়েছে । সবাই নিজেকে পতিতও বলে । গান্ধী বাপুজীও বলতেন -- পতিত - পাবন এসো, যেহেতু আমরা সবাই পতিত, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না যে, আমরা কিভাবে পতিত হয়েছি ? তারা চায় যে, ভারতে রাম রাজ্য হোক কিন্তু কে তা তৈরী করবে ? গীতাতে বাবা সব কথাই বুঝিয়েছেন কিন্তু মানুষ গীতার ভগবানের নামই উল্টো লিখে দিয়েছে । বাবা বোঝান যে, তোমরা কি করে দিয়েছো । খ্রাইস্টের বাইবেলে যদি পোপের নাম দিয়ে দেয় তাহলে কতো লোকসান যাবে । এও ড্রামা । বাবা বড়র থেকেও বড় ভুল বুঝিয়ে বলেন। এই আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান গীতাতে আছে । বাবা বোঝান যে, আমি তোমাদের আবারও রাজার রাজা বানাই। তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছো - একথা তোমরা জানো না, আমি তোমাদের বলি । একথা কোনো শাস্ত্রেই নেই। শাস্ত্র তো অনেক আছে । মতও ভিন্ন - ভিন্ন আছে । গীতা মানে গীতা । যিনি গীতা তৈরী করেছেন উনিই রায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি । তোমাদের উপরে মায়ার ছায়া পড়েছে । এখন আবার আমি এসেছি । গীতাতেও বলা হয়, হে ভগবান, আবার তুমি গীতা শোনাতে এসো অর্থাৎ আবারও গীতার নলেজ দান করো । গীতাতেই এই কথা আছে যে, আসুরী সৃষ্টির বিনাশ এবং দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা আবার হয় । আবারও তিনি অবশ্যই বলবেন। গুরু নানক আবার তাঁর নিজের সময়ে আসবেন, চিত্রতেও দেখানো হয় । শ্রীকৃষ্ণও আবার সেই ময়ূর পঙ্খ মুকুটধারী হবেন। তাই এই সব রহস্য গীতাতে আছে কিন্তু ভগবানের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে । আমরা এমন বলি না যে, আমরা গীতাকে মানি না, কিন্তু তাতে মানুষ যে উল্টো নাম দিয়ে দিয়েছে, তা বাবা এসে সোজা করে বুঝিয়ে বলেন। তিনি এও বোঝান যে, প্রত্যেক আত্মার মধ্যে তার নিজের নিজের পার্ট নির্ধারিত রয়েছে । সবাই এক সমান হতে পারবে না । যেমন মানুষ মানে মানুষ, তেমনই আত্মা মানে আত্মা কিন্তু প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই তার নিজের পার্ট ভরা আছে । এই কথা বোঝানোর জন্য খুব বুদ্ধিমানের প্রয়োজন। বাবা জানেন, কে বোঝাতে পারবে, কে সার্ভিস করাতে উপযুক্ত, কার লাইন ক্লিয়ার। তোমাদের দেহী অভিমানী থাকতে হবে । সবাই তো আর পরিপূর্ণ দেহী অভিমানী হয়নি । এ তো অন্তিম সময়ে রেজাল্ট তৈরী হবে । পরীক্ষার দিন যখন কাছাকাছি আসে, তখন বুঝতে পারা যায় যে, কে কে পাস করবে । টিচার্সরাও বুঝতে পারে আর বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, এ সবথেকে তীক্ষ্ণ। ওখানে তো ঠগী ইত্যাদিরাও থাকতে পারে কিন্তু এখানে এইসব হবে না । এ তো ড্রামাতেই নির্ধারিত আছে । পূর্ব কল্পে যারা উত্তীর্ণ হয়েছিলো, তারাই আবার উত্তীর্ণ হবে । আমরা সার্ভিসের তীব্রগতিতে তা বুঝতে পারি । এই প্রকৃত উপার্জনে লাভ আর ক্ষতি, গ্রহের দোষ ইত্যাদি আসতেই থাকে । চলতে - চলতে পা ভেঙ্গেও যায় । গন্ধর্ব বিবাহ করার পরে মায়া একদম সর্বনাশ করে দেয় । মায়াও অত্যন্ত প্রবল। বাবা পাবন বানানোতে প্রবল, তাই তাঁকে সর্বশক্তিমান পতিত - পাবন বলা হয়, মায়া আবার প্রবল পতিত বানানোতে । সত্যযুগে তো মায়া থাকে না । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া, এখন হলো একদম বিকারী দুনিয়া । এখানে প্রবলতা বা তীব্রতা কতো জবরদস্ত। চলতে চলতে মায়া একদম নাক ধরে সর্বনাশ করে দেয়, বাবার থেকে পৃথক করে দেয়, মায়া এতটাই প্রবল। যদিও সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলে কিন্তু মায়াও কম নয় । অর্ধেক কল্প ধরে মায়ার রাজত্ব চলে । এ তো কেউ জানেই না । দিন আর রাত অর্ধেক অর্ধেক হয়, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। তবুও সত্যযুগকে লাখ বছর, কলিযুগকেও কতো বছর লিখে দিয়েছে । বাবা যখন এখন বোঝাচ্ছেন, তখন তোমাদের বুঝতে হবে । এ তো সম্পূর্ণ

সঠিক। বাবা বসে তোমাদের পড়ান। কলিযুগে তো গীতার রাজযোগ শিখিয়ে মানুষকে রাজার রাজা বানাবেনই না। এমন তো কেউই নেই, যার বুদ্ধিতে থাকবে যে, আমরা রাজযোগ শিখে রাজার রাজা হবো। ওই গীতা পাঠশালা তো অনেকই আছে কিন্তু ওখানে কেউ রাজযোগ শিখে রাজার রাজা বা রানী হতে পারে না। ওখানে রাজত্ব পাওয়ার জন্য কোনো এইম অবজেক্ট নেই। এখানে তো তোমরা বলো যে, আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে ভবিষ্যৎ সুখের রাজত্ব লাভ করার জন্য পাঠ গ্রহণ করি। প্রথম প্রথম তো অল্ফ বা আল্লার (বাবা) উপরে বোঝাতে হবে। গীতার উপরই সবকিছু নির্ভর করে। মানুষ কিভাবে জানবে যে, সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আবার কোথায় যেতে হবে। কেউই এসব জানে না। কোন্ দেশ থেকে এসেছি.... কোন্ দেশে যাবো। গানও তো এমন আছে, মানুষ কেবল তোতার মতো গাইতে থাকে। বুদ্ধি তো আত্মার মধ্যেই আছে, কিন্তু সে জানে না যে, আমরা যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলি, তিনি কে ? তাঁকে না দেখা যায় আর না জানা যায়। আত্মার তো দায়িত্ব, তাই না -- বাবাকে জানা, দেখা। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, আমরা হলাম আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়ান। বুদ্ধি বলে যে, বাবা এসেই পড়ান। যেমন কারোর আত্মাকে যখন ডাকা হয় তখন মনে করে যে, সেই আত্মা এসেছে। তাই তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম আত্মা, তিনি হলেন আমাদের বাবা। বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। আমরা কেন দুঃখী হয়েছি, মনুষ্য তো বলে দেয়, বাবাই সুখ - দুঃখ দান করেন। ভগবানকে গালি দিতে থাকে। ওরা হলো আসুরী সন্তান। যেমন পূর্ব কল্পে বলেছিলো, তেমনই বলে। তোমরা এখন প্র্যাক্টিকালি ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। পূর্বে তোমরা আসুরী সন্তান ছিলে। বাবা এখন বলেন, তোমরা নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। কাউকেই এই দুই অক্ষর বোঝানো খুবই সহজ। তোমরা হলে ভগবানের বাচ্চা। ভগবান স্বর্গ রচনা করেছিলেন, এখন তা নরক হয়ে গেছে, আবার বাবাই স্বর্গ রচনা করবেন। বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তিনি স্বর্গের স্থাপনা করছেন। আচ্ছা, তোমরা কি শিবকে জানো না ? ওই বাবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও রচনা করেন। তাহলে অবশ্যই বাবা ব্রহ্মার দ্বারাই শেখাবেন। এখন তোমরা শূদ্র বর্ণের। আমরা আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা-ক্ষত্রিয় হবো। না হলে বিরাট রূপ কেন বানানো হয়েছে, চিত্র তো সঠিক, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না।

শূদ্রকে কে ব্রাহ্মণ বানাবে ? তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে চাই। তাঁকে কিভাবে এডাপ্ট করা হয়েছে। তোমরা যেমন বলো, এ আমার স্ত্রী, তাকে 'আমার' কিভাবে বানিয়েছে? এডাপ্ট করেছে। বাবা বলেন, তোমরা আমাকেও মাতা - পিতা বলো, আমি তো বাবা। 'আমার' কোথা থেকে আনবো। তাই আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করে এঁর নাম ব্রহ্মা রাখি। স্ত্রীকে এডাপ্ট করা হয়, লৌকিক বাবা যেমন স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে কুলজাত বংশাবলীর রচনা করেন, বাবা আবার এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে অ্যাডপ্ট করে এনার মুখ দ্বারা মুখজাত বংশাবলীর রচনা করেন। তোমরা বলো যে, আমার হলাম ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী। তাহলে অবশ্যই এনার নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কার বাচ্চা ? শিব বাবার। এনাকে কে অ্যাডপ্ট করেছেন? অসীম জগতের পিতা। দৃষ্টান্ত খুবই সুন্দর কিন্তু যার বুদ্ধিতে বসবে, সেই বুঝতে পারবে। বুদ্ধিতে না বসলে সে বুঝতেই পারবে না। লৌকিক আর পারলৌকিক বাবা তো আছেই, তাই না। সেও স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে 'আমার' বলে। ইনি আবার এনার মধ্যে প্রবেশ করে এডাপ্ট করেন। তিনি নিজেই বলেন, আমি নিরাকারকে এঁর আধার নিতে হয়, তাই নামও পরিবর্তন করে দিই। একই সময়ে কত নাম রাখবো। নামের লিস্টও তোমাদের কাছে থাকা উচিত। প্রদর্শনীতে নামের লিস্টও দেখানো উচিত। বাবা কিভাবে একই সময়ে নাম রেখেছেন। বাবা আমাকে আপন করে নিয়েছেন তাই নামও পরিবর্তন করে দিয়েছেন, ওনাকে ভৃগু ঋষি বলা হয়। জন্মপত্রী তো ভগবানের কাছেই আছে। এই নাম ওয়ান্ডারফুল। এখন সবাই তো আর নেই। কেউ কেউ তো 'আশ্চর্যবৎ ভাগন্তি' হয়ে গেছে। আজ আছে তো কাল নেই। এক নম্বর শত্রু হলো কাম। এই কাম বিকার খুবই বিরক্ত করে। তোমাদের একে জয় করতে হবে। একত্রে গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের একে জয় করতে হবে। এই হলো তোমাদের প্রতিজ্ঞা। নিজের বৃত্তিকে দেখতে হবে, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না। তুফান তো সকলের জীবনেই আসে। একে ভয় পাবে না।

বাবাকে অনেক বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে, এই কাজ করবো, নাকি করবো না? বাবা লেখেন, আমি তোমাদের কাজ - করবার দেখতে এসেছি কি? আমি তো পড়ানোর টিচার। কাজের কথা এর মাঝে কেন জিজ্ঞাসা করো ? আমি তো রাজযোগ শেখাই। রুদ্র যজ্ঞের গায়ন আছে, শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের নয়। বাবা বলেন, লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞানই নেই। যদি এই কথা জানতো যে,১৬ কলা থেকে আবার ১৪ কলা হতে হবে, তাহলে সেই সময়ই রাজত্বের নেশা উড়ে যেতো। ওখানে তো সদ্গতিই থাকে। সদ্গতি দাতা তো একজনই। তিনি এসেই উপায় বলে দেন, অন্য কেউই আর বলতে পারে না। প্রথম - প্রথম এই কথা মনে করো যে, কে বলেছেন - কাম মহাশত্রু। এমন গায়নও আছে যে বিকারী দুনিয়া আর নির্বিকারী দুনিয়া। রাবণকে ভারতেই জ্বালানো হয়। সত্যযুগে তো জ্বালাবেই না। যদি বলে যে, এ হলো অনাদি,

সত্যযুগেও ছিলো, তাহলে তো সব জায়গায় দুঃখই দুঃখ থাকবে । তাহলে কিভাবে স্বর্গ বলা হবে ? এই কথা বোঝাতে হবে । প্রত্যেকের গতি তাদের নিজের। জানতে পারা যায় যে - কে খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন। সম্পূর্ণ তো কেউই হয় নি । বাকি হ্যাঁ, সতো, রজো, তমো তো হয়ই। প্রত্যেকের বুদ্ধিই আলাদা - আলাদা । যারা শ্রীমতে চলে না - তারা হলো তমোপ্রধান বুদ্ধির। নিজেকে ইনসিওর না করলে ভবিষৎ ২১ জন্মের জন্য কিভাবে পাবে । মৃত্যু তো হবেই। তাহলে তো ইনসিওর করে দেওয়াই উচিত। সবকিছুই তাঁর। তাই দেখাশোনাও তিনিই করবেন। যদি কেউ সবকিছু দেয়ও কিন্তু সার্ভিস না করলে, যা দেবে তাই খেতে থাকবে । তাহলে বাকি কি জমা হবে ? কিছুই নয় । সার্ভিসের প্রমাণ চাই। দেখা হয় -- কে পাণ্ডা হয়ে আসে? নতুন বি.কে রাও নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে সেন্টার চলায়, তাদেরও ধন্যবাদ দেওয়া হয় । এই নলেজ তো খুবই সহজ। বাণপ্রস্থের অবস্থা যাদের, তাদের বোঝাও -- বাণপ্রস্থ অবস্থা কখন হয়? বাবাই গাইড হয়ে সবাইকে নিয়ে যাবেন। তোমরা জানো যে, বাবাই কালের কাল। আমরা তো খুশীর সঙ্গে বাবার সাথে একত্রে যেতে চাই।

সর্বপ্রথম তো মুখ্য কথা এটাই বলো -- গীতার ভগবান কে, যিনি এই রচনা করেছিলেন? লক্ষ্মী - নারায়ণকে কে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন? তাঁদের রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । আর কেউই রাজধানী স্থাপন করতে আসেন না । বাবাই রাজধানী স্থাপন করতে আসেন। সব পতিতদের তিনিই পাবন বানান। এ হলো বিকারী দুনিয়া, সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । দুয়েতেই নম্বরের ক্রমানুসারে পদপ্রাপ্ত হয় । যারা শ্রীমতে চলবে, তাদের বুদ্ধিতেই এইসব কথা বসতে পারে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) বুদ্ধির লাইন যাতে সদা ক্লিয়ার থাকে, তারজন্য দেহী - অভিমানী হতে হবে । প্রকৃত উপার্জনে মায়া যেন কোনোপ্রকরের লোকসান (ঘাটতি) না করে - এর সুরক্ষা করতে হবে ।

২ ) কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনোপ্রকারের বিকর্ম করবে না । ইনসিওর করার পরে সার্ভিসও অবশ্যই করতে হবে ।

*বরদানঃ-* মায়াকে শত্রুর পরিবর্তে শিক্ষাদানকারী সহযোগী মনে করে একরস থাকা মায়াজিৎ ভব

মায়া আসে তোমাদের শিক্ষাদানের জন্য, তাই ঘাবড়ে যেও না, শিক্ষা গ্রহণ করো । কখনো সহনশীলতার পাঠ, কখনো শান্ত স্বরূপ হওয়ার পাঠ। পাকা করানোর জন্য মায়া আসে, তাই মায়াকে শত্রুর পরিবর্তে নিজের সহযোগী মনে করো, তাহলে ভয়ের পরিস্থিতিতে হেরে যাবে না । পাঠ পাকা করে অঙ্গদের সমান অচল হয়ে যাবে । কখনোই দুর্বল হয়ে মায়ার আহ্বান করো না তাহলে তা বিদায় নেবে ।

*স্লোগানঃ-* প্রতিটি সঙ্কল্পে দৃঢ়তার মহানতা থাকলে সফলতা প্রাপ্ত করতে থাকবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;